بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

খুতবা জুম'আ

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে সুমহান সম্পর্কের বহিঃপ্রকাশ কেবল ভবনের সুরক্ষার মাধ্যমে নয় বরং তাঁর শিক্ষা মেনে চলার সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং তাঁর পর প্রতিষ্ঠিত খেলাফত ব্যবস্থার সাথে যুক্ত হওয়ার সাথে এর সম্পর্ক।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লণ্ডনের বায়তুল ফুতুহ্ মসজিদ হতে প্রদত্ত ২৫শে মে ২০১৮-এর জুমআর সংক্ষিপ্তসার

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয় পাঠ করেন:

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۪
وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ؕ يَعْبُدُوْنَنِيْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِيْ شَيْـًٔا ؕ وَمَنْ
كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۝

এই আয়াতগুলোর অনুবাদ হলো তোমাদের মাঝে যারা ঈমান আনে আর সৎকর্ম করে, আল্লাহ্তা'লা তাদেরকে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে খলীফা নিযুক্ত করবেন যেভাবে তাদের পূর্ববর্তী লোকদের খলীফা নিযুক্ত করেছিলেন আর তাদের জন্য তাদের ধর্মকে অবশ্যই দৃঢ়তা দান করবেন যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়ভীতির অবস্থার পর অবশ্যই তিনি তা নিরাপত্তায় বদলে দিবেন। তারা আমার ইবাদত করবে আর আমার সাথে কাউকে শরিক করবে না। আর যে কেউ এরপরও অকৃতজ্ঞ হবে, এমন মানুষই অবাধ্য।

হুজুর (আই/) বলেন, এই আয়াতগুলোতে আল্লাহ্র এক প্রতিশ্রুতির কথা ব্যক্ত করা হয়েছে। স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, আল্লাহ্তা'লাএকটি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, যদি এমন হয় তবে আল্লাহতা'লা তোমাদেরকে পুরস্কৃত করবেন আর তা হলো খেলাফতরূপী পুরস্কার যার ফলে তোমরা দৃঢ়তা লাভ করবে আর ভয়ভীতির পর নিরাপত্তাও লাভ করবে। অতএব এটি একটি প্রতিশ্রুতি, ভবিষ্যদ্বাণী নয়।এখানে আল্লাহ্ তা'লা এ কথা বলেন নি যে, আল্লাহ্তা'লা অবশ্যই এটি দিবেন। হ্যাঁ দিবেন এবং অবশ্যই দিবেন তবে যারা তাঁর শর্ত পূরণ করবে তাদেরকে দিবেন, এই অঙ্গীকার করা হয়েছে। আর সেই শর্তগুলো কী কী? আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, তারা আমার ইবাদতকারী হবে, শিরক সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে চলবে। যদি ইবাদতকারী না হয়, অর্থাৎ যেভাবে ইবাদত করা উচিত সেভাবে যদি ইবাদতকারী না হয়, যদি সম্পূর্ণভাবে শিরক থেকে বিরত না থাকে, সেভাবে শিরকমুক্ত না থাকে যেভাবে খোদা তা'লা চান, তাহলে এই প্রতিশ্রুতি থেকে তারা পুরোপুরি লাভবান হতে পারবে না। কুরআন করীম থেকেও আমাদের সামনে এ কথা স্পষ্ট হয় যে, শেষ যুগে নবুওয়তের পদ্ধতিতে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে, আর হাদীস থেকেও আমরা জানতে পারি যে, নবুয়তের পদ্ধতিতে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে, আর এটি স্থায়ী খেলাফত। এছাড়া হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)ও আমাদের সামনে অত্যন্ত ভালোভাবে স্পষ্ট করেছেন যে, আমার পর খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে আর তা চির-বিরাজমান থাকবে, চিরস্থায়ী হবে কিন্তু একই সাথে এই আয়াতগুলোতে আল্লাহ্তা'লা মুসলমানদের সামনে এটিও স্পষ্ট করেছেন যে, খেলাফতের প্রতিশ্রুতি থেকে লাভবান হওয়ার জন্য, এই নেয়ামত থেকে অংশ পাওয়ার জন্য নিজেদের অবস্থায় পরিবর্তন সাধন করতে হবে। শুধু মুসলমান আখ্যায়িত হওয়া এবং বাহ্যিকভাবে ঈমানের দাবি করা খেলাফতরূপী নেয়ামতের অধিকারী করবে না। অতএব আল্লাহ্তা'লা মুসলমানদেরকে এখানে এই নসীহত করছেন যে, ইবাদতের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের জন্য, শিরক থেকে মুক্ত থাকার জন্য নামায কায়েম কর, যাকাত দাও, রসূলের আনুগত্য কর, কেবল তবেই খোদার কৃপাভাজন হতে পারবে। রসূলের আনুগত্যের ক্ষেত্রে এই কথা স্মরণ রাখা উচিত যা মহানবী (সা.) আমাদের বলেছেন, আর তা হলো, যে আমার নিযুক্ত আমীরের আনুগত্য করে সে আমার আনুগত্য করে আর যে আমার নিযুক্ত আমীরের অবাধ্য হয়, সে আমারই অবাধ্য হয়। আরখেলাফত ব্যবস্থায় রসূলে করীম (সা.)-এর নিযুক্ত আমীর হলেন স্বয়ং খলীফা। তাই এ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, খেলাফতের এতায়াত বা আনুগত্যও সেভাবেই আবশ্যক যেভাবে মহানবী (সা.)-এর আনুগত্য আবশ্যক। এখানে সেই খেলাফতের কথা বলা হয়েছে যা নবুয়্যতের পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং যার সম্পর্কে রসূলে করীম (সা.) সুস্পষ্ট উক্তি রয়েছে। আর এই খেলাফত যুদ্ধ করবে না, অত্যাচার করবে না বরং এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করবে যে, নামায কায়েম কর, এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করবে যে, ধর্ম প্রচারের জন্য, বান্দার অধিকার প্রদানের জন্য, যাকাত দাও, আর্থিক ত্যাগ স্বীকারের প্রতি মনোযোগী হও। অতএব এই ব্যবস্থাপনাও এখন কেবল আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

কোন কোন আলেম এবং চিন্তাশীল শ্রেণি এটি বলে থাকে যে, খেলাফত ব্যবস্থা থাকা উচিত। কিন্তু যখন বলা হয় যে, আল্লাহ্ তা'লা যে ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছেন তা গ্রহণ কর বা মান, তখন তারা তা মানার জন্য প্রস্তুত নয় বরং বিরোধিতায় সীমা ছাড়িয়ে গেছে। এ বিরোধিতার সর্বশেষ ঘটনা শিয়ালকোটে আমাদের মসজিদে ঘটেছে। পুলিশ এবং ব্যবস্থাপনা উভয়ে সম্মিলিতভাবে বরং বলা উচিত তাদের নেতৃত্বে মৌলবী এবং তাদের কয়েকশত সাঙ্গপাঙ্গ মিলে মসজিদ এবং সন্নিবেশিত ঘরে আক্রমণ করে বা হামলা করে। নিজেদের ধারণা অনুযায়ী তারা অনেক বড় অবদান রেখেছে, ইসলামকে রক্ষা করার জন্য নৈশ হামলা করেছে। এরা ঘোষণা করেছে আর এখনো করছে যে, অন্যান্য মসজিদেরও আমরা ক্ষতি করব এবং ভূপাতিত করব। কোন রাজনৈতিক দলের এক হাফেজ এবং কারী আছেন, নামে হাফেজ কিন্তু কুরআনের শিক্ষার প্রকৃত প্রেরণা আর প্রভাব থেকে রিক্ত এবং বঞ্চিত। রিক্ত তো হওয়ার ছিলই কেননা আল্লাহ্‌র প্রেরিত খাতামুল খোলাফা এবং এ যুগের হাকাম ও আদলের শত্রুতায় সীমালঙ্ঘন করলে কুরআনের জ্ঞান থেকেও রিক্ত হস্ত হয়ে যায়। বাহ্যত কুরআন মুখস্থ করেছে করে থাকবে কিন্তু কুরআনী শিক্ষা বুঝার ক্ষেত্রে তাদের সুস্থ বিবেকের দরজায় তালা লেগে গেছে। এটিও খোদার পক্ষ থেকে এদের জন্য শাস্তি যে, এরা বুঝে না। আর যত দিন মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে প্রতিষ্ঠিত খেলাফত ব্যবস্থাকে এরা না মানবে, এমন অপকর্ম তারা করেই যাবে। কোন প্রকার মঙ্গলের আশা তাদের কাছে করা যায় না। আমাদের আবেগ অনুভূতির যতটা সম্পর্ক তা হলো এরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগের একটি স্মৃতিচিহ্নের ক্ষতিসাধন করেছে আর সরকার এটিকে জবর দখল করে রেখেছে। এ প্রেক্ষাপটে আমাদের যে প্রতিক্রিয়া, যা সব সময় আমরা ব্যক্ত করে থাকি এবং করা উচিত তা হলো- إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللهِ (সূরা ইউসূফ: ৮৭) অর্থাৎ আমি আমার দুঃখ এবং হৃদয়ের বেদনা ভরা ফরিয়াদকে খোদা তা'লার দরবারে উপস্থাপন করি। নিঃসন্দেহে এর সাথে আমাদের আবেগের সম্পর্ক রয়েছে, কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে সুমহান সম্পর্কের বহিঃপ্রকাশ কেবল ভবনের সুরক্ষার মাধ্যমে নয় বরং তাঁর শিক্ষা মেনে চলার সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং তাঁর পর প্রতিষ্ঠিত খেলাফত ব্যবস্থার সাথে যুক্ত হওয়ার সাথে এর সম্পর্ক, সেই সব বিষয় অর্জনের সাথে এর সম্পর্ক যা আল্লাহ্‌তা'লা খেলাফতের নেয়ামত থেকে কল্যাণমণ্ডিত হওয়ার জন্য বলেছেন, আমাদের ইবাদতের মান উন্নত করার সাথে এর সম্পর্ক, আল্লাহ্‌র নির্দেশ মান্য করার সাথে এর সম্পর্ক, নিজদের আনুগত্যের মান উন্নত করার সাথে এর সম্পর্ক, আর এর জন্যই আমাদের চেষ্টা করা উচিত। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কে কেউ প্রশ্ন করেছিল যে, খলীফা আসার উদ্দেশ্য কী হয়ে থাকে এবং লক্ষ্য কী হয়ে থাকে? হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর যে উত্তর দিয়েছেন তা সব সময় আমাদের সামনে থাকা উচিত। হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, এর উদ্দেশ্য হলো সংশোধন। তিনি বলেন, চিরকাল থেকে খোদার এই রীতিই চলে আসছে যে, দীর্ঘকালের ব্যবধানে পূর্বের নবীর শিক্ষাকে ভুলে গিয়ে মানুষ যখন সঠিক পথ, ঈমানের সম্পদ এবং তত্ত্বজ্ঞানের জ্যোতিকে হারিয়ে বসে আর পৃথিবীতে অমানিশা, ভ্রষ্টতা, অনাচার ও পাপাচারের ভয়াবহ অন্ধকার সর্বত্র ছেয়ে যায় তখন ঐশী গুণাবলী ও দয়া উথলে উঠে আর এক মহামানবের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার নাম, তৌহিদ এবং উন্নত নৈতিক চরিত্র পুনরায় নতুনভাবে পৃথিবীতে তাঁর তত্ত্বজ্ঞান সৃষ্টি করে আর সহস্র সহস্র নিদর্শনাবলীর মাধ্যমে খোদার অস্তিত্বের স্পষ্ট প্রমাণ দেওয়া হয়। অতএব মুসলমানদেরও ঈমান এবং তাকওয়া হারিয়ে গেছে আর অমুসলমিদেরও। তাই এ যুগে আল্লাহ্ তা'লা রসূলে করীম (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে খাতামুল খোলাফাকে প্রেরণ করেছেন আর তিনি তা প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

তিনি বলেন, এই প্রাচীন রীতি অনুসারেই আমাদের এই জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অতএব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তও এই উদ্দেশ্যেই প্রতিষ্ঠা হয়েছে আর তা হলো আল্লাহর অস্তিত্বের সুস্পষ্ট প্রমাণ দেয়া, তৌহিদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, মহান চারিত্রিক গুণাবলী নতুনভাবে প্রতিষ্ঠা করা।আমরা যেভাবে দেখি যে, মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণির ব্যবহারিক অবস্থা দুর্বল, এরা কবর পূজা, শিরক এবং বিদাতে নিমজ্জিত। কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর শেষ বাক্য যেভাবে আমি পূর্বেও বলেছি সব সময় আমাদের চৌক স এবং সজাগ আর সচেতন রাখা উচিত, আর তা হলো এই আদি রীতি অনুসারে আমাদের জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কেননা পৃথিবীর সর্বত্র যখন পাপাচার, কদাচার ও নৈরাজ্যের রাজত্ব বিরাজ করে, উত্তম চারিত্রিক গুণাবলী হারিয়ে যায়, মানুষ একত্ববাদকে ভুলে যায়, শির্‌ক বিস্তার লাভ করা আরম্ভ হয়, তখন খোদা তা'লা তাঁর কোন প্রিয়জনকে পাঠান আর নতুনভাবে ধর্মের সংস্কার হয়। অতএব আমরা যদি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কে মানার পর নিজেদের জীবনে পরিবর্তন আনয়ন না করি তাহলে সত্যিই এটি চিন্তার বিষয়। আমাদের সর্বক্ষণ আত্মজিজ্ঞাসা করা অব্যাহত রাখা উচিত যে, খেলাফতের সাথে সম্পৃক্ত নেয়ামতরাজি লাভের জন্য আল্লাহ্‌তা'লা যেসব বিষয় ও কাজ করার নসীহত করেছেন তদনুসারে আমরা নিজেদের জীবনে পরিবর্তন আনয়নের চেষ্টা করছি কিনা। আমাদের এটি দেখতে হবে যে, আমাদের ইবাদতের মান কেমন, আমাদের নামায কায়েম করার ক্ষেত্রে আমরা কেমন, আমাদের প্রতিটি কথা ও কর্মে আমরা শির্‌কমুক্ত কিনা, আমাদের আর্থিক কুরবানী কোন্ মানের, আমাদের আনুগত্যের মান কোন্ পর্যায়ের। আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রসূল (সা.) যেভাবে চান সেসব মান আমরা অর্জন করছি কিনা। এছাড়া এ যুগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যে মানে নিজের জামা'তের সদস্যদের দেখতে চান আমরা সেই মানে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করছি কি করছি না। ইবাদত এবং নামাযের গুরুত্ব সম্পর্কে মহানবী (সা.)-এর একটি উক্তি রয়েছে, হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) বলেছেন, কিয়ামত দিবসে সর্বপ্রথম বান্দাদের কাছ থেকে যে বিষয়ের হিসাব নেওয়া হবে তা হলো নামায। যদি এই হিসাব সঠিক এবং সুষ্ঠ হয় তাহলে সে সাফল্য লাভ করল এবং মুক্তি পেল আর যদি এই হিসাবে কোন ত্রুটি থাকে তাহলে সে ব্যর্থ এবং ক্ষতিগ্রস্ত হলো। তিনি (সা.) বলেন, যদি তার ফরয বা আবশ্যকীয় ইবাদতে কোন ঘাটতি থাকে তবে

আল্লাহ্ তা'লা বলবেন, দেখ! আমার বান্দার কোন নফল ইবাদত আছে কিনা। যদি নফল থেকে থাকে তাহলে ফরযের ঘাটতি নফলে পূর্ণ করা হবে। একইভাবে তার অন্যান্য কর্মেরও যাচাই বাছাই হবে। অতএব এই হলো নামাযের গুরুত্ব।

হযরত জাবের (রা.) বর্ণনা করেন, আমি মহানবী (সা.) কে এটি বলতে শুনেছি যে, নামায পরিত্যাগ করা মানুষকে শিরক এবং কুফরের নিকটবর্তী করে দেয়, তাই এটি অনেক ভয়ের বিষয়। শিরক এমন একটি অপরাধ যা খোদার দৃষ্টিতে চরম ঘৃণ্য বিষয়। আল্লাহ্ তা'লা শিরক ক্ষমা করেন না। আমরা এমন অপরাধ করে খোদার খেলাফতের নেয়ামতে ধন্য হতে পারি কি? মোটেই নয়। নামায কেমন হওয়া উচিত, এর প্রকৃত মর্ম এবং প্রেরণা কীরূপ হওয়া উচিত, এ বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, কিছু মানুষ মসজিদেও যায়, নামাযও পড়ে আর ইসলামের অন্যান্য রুকন-সংক্রান্ত দায়িত্বও পালন করে, কিন্তু খোদার সাহায্য ও সহায়তা তাদের লাভ হয় না এবং তাদের চরিত্র ও অভ্যাসে কোন সুস্পষ্ট পরিবর্তন দেখা যায় না যা থেকে বুঝা যায় যে, তাদের সব ইবাদতই প্রথাগত ইবাদত, কেননা যারা নামায পড়ে তাদের অভ্যাস এবং চরিত্রে স্পষ্ট পরিবর্তন পরিলক্ষিত হওয়া উচিত। এগুলোর কোন সার বা মজ্জা নেই, কেননা খোদার আদেশ ও নির্দেশ মান্য করা এক বীজের মতো হয়ে থাকে যার প্রভাব আত্মা এবং সত্তা উভয়টির ওপর পড়ে। বীজের প্রভাব আত্মার ওপরও পড়া উচিত।

তিনি বলেন, এক ব্যক্তি ক্ষেতে পানি সিঞ্চন করে আর খুবই কষ্ট করে বীজ বপন করে, যদি দু -এক মাস পর্যন্ত তাতে 'অঙ্গুরী' বের না হয় তাহলে মানতে হবে যে, বীজ খারাপ। 'অঙ্গুরী' শব্দের অর্থ হলো বীজ অঙ্কুরিত হওয়া। একই কথা ইবাদতের ক্ষেত্রেও প্রযোয্য। নিজেদের ইবাদত, চরিত্র এবং অভ্যাসের মানোন্নয়নের মাধ্যমে খোদার নৈকট্যকে যাচাই করুন। এসব ক্ষেত্রেআমাদের অবস্থান যদি ভালো হয় তাহলে বুঝব যে, আমাদের নামায কাজে আসছে আর আমরা খোদার নৈকট্য লাভ করছি। আর বাহ্যিক অবস্থায় যদি পরিবর্তন না আসে তাহলে খোদার নৈকট্যও অর্জিত হচ্ছে না আর নামাযও কোন কাজে দিচ্ছে না।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) নামাযের গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, নামায কী? নামায হলো সেই দোয়া, যা খোদার স্মরণ, প্রশংসা এবং পবিত্রতার গুণগান আর ইস্তেগফার ও দরূদের ভিত্তিতে বিগলিত চিত্তে করা হয়। তাই যখন তোমরা নামায পড় তখন উদাসীন লোকদের মত নিজেদের দোয়ায় কেবল আরবী শব্দের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকবে না। কেননা এর ফলে হৃদয়ে সেই অবস্থা সৃষ্টি হয় না যা দোয়াকারীর হৃদয়ে হওয়া উচিত। যেহেতু তাদের নামায এবং ইস্তেগফার সব প্রথাগত, যার সাথে সার বা মজ্জার কোন সম্পর্ক নেই, তাই তোমরা যখন নামায পড় তখন কুরআনের পাশাপাশি যা খোদার বাণী আর কিছু দোয়ায়ে মাসুরার পাশাপাশি যা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী ও দোয়া, এগুলোও পড়া উচিত। নিজের সকল গুরুত্বপূর্ণ দোয়ার ক্ষেত্রে নিজের ভাষায় কাকুতিমিনতিপূর্ণ শব্দে বিগলিত চিত্তে দোয়া কর, যেন তোমাদের হৃদয়ে এই বিগলন ও কাকুতিমিনতির কিছুটা প্রভাব পড়ে। পুনরায় তিনি বলেন, নামায এমন বিষয় যার মাধ্যমে আকাশ বা ঊর্ধ্বলোক মানুষের নাগালের ভিতর চলে আসে। আল্লাহ্ তা'লা কাছে এসে যান। সত্যিকার অর্থে যে নামায পড়ে তার ভিতরে এই উপলব্ধি জাগে যে, আমি মরেগেছি আর তার হৃদয় বিগলিত হয়ে খোদার আস্তানায় লুটিয়ে পড়ে। তিনি বলেন, যে ঘরে এমন নামায হবে সে ঘর কখনো ধ্বংস হবে না।

পুনরায় আল্লাহ্ তা'লা কুরআন শরীফে বলেছেন, وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ অর্থাৎ সব পাপ ক্ষমা করা হবে (এখানে পুরো আয়াতের একটি অংশ বলেছেন তিনি) কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা শিরক ক্ষমা করবেন না। তাই শিরকের ধারেকাছেও যাবে না। এটিকে নিষিদ্ধ বৃক্ষ জ্ঞান কর। শিরক এর কথা হচ্ছে। এরপর তিনি বলেন, নিছক মৌখিকভাবে **'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'** বলে হৃদয়ে সহস্র সহস্র প্রতিমা লালন করার নাম তৌহিদ নয়, বরং যে ব্যক্তি নিজের কোন কাজ, পরিকল্পনা, প্রতারণা আর চেষ্টা প্রচেষ্টাকে খোদার মত গুরুত্ব দেয় বা মানুষের ওপর সেভাবে ভরসা করে যেভাবে আল্লাহ্র ওপর ভরসা করা উচিত বা নিজের আমিত্বকে সেই গুরুত্ব দেয় যা খোদাকে দেয়া উচিত, এমন সকল ক্ষেত্রে সে খোদার দৃষ্টিতে প্রতিমা পূজারি। এরপর খেলাফতের নেয়ামত লাভকারীদের জন্য যাকাত এবং আর্থিক কুরবানীকে আবশ্যক আখ্যা দেয়া হয়েছে। হাদীসে আছে হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন, রসূলে করীম (সা.) বলেছেন, দুই ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো প্রতি ঈর্ষা করা উচিত নয়, প্রধানত সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ্ তা'লা ধনসম্পদ দিয়েছেন আর সে তা সত্যের জন্য বা আল্লাহ্র পথে খরচ করেছে, আর দ্বিতীয়ত সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ্ তা'লা বুদ্ধি, জ্ঞান, প্রজ্ঞা এবং মেধা দিয়েছেন, যার মাধ্যমে সে মানুষের মাঝে মিমাংসা করে এবং মানুষকে শিক্ষাও দেয়।

মানুষ যখন নামাযে কাকুতিমিনতি করে তখন এর আবশ্যকীয় ফলাফল যা হয় তা হলো, তারা প্রকৃতিগতভাবে বৃথা কার্যকলাপ এড়িয়ে চলে। নামায যদি সঠিকভাবে পড়া হয় তাহলে বৃথা কার্যকলাপ বর্জিত হয় আর এই নোংরা পৃথিবী থেকে তারা মুক্তি পায় এবং এ পৃথিবীর মোহ শীতল হয়ে খোদার ভালোবাসা তাদের মাঝে সৃষ্টি হয়। এর ফলাফল এটি দাঁড়ায় যে, هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ (সূরা মু'মেনূন : ৫) অর্থাৎ তখন তারা খোদার পথে খরচ করে। তিনি বলেন, এটি এর ফলাফল, অর্থাৎ বৃথা কার্যকলাপ এড়িয়ে চলা এবং বর্জন করার ফলাফল স্বরূপ আর্থিক কুরবানীর প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ হয়, অন্যের জন্য সমবেদনা সৃষ্টি হয়। জাগতিক মোহ যদি কমে যায় এর আবশ্যকীয় ফলাফল হবে তারা খোদার প্রতি খরচ করবে। নামায সঠিক হলেই তারা বৃথা কার্যকলাপ থেকে মুক্ত থাকবে আর বৃথা কার্যকলাপ এড়িয়ে চললে আর্থিক কুরবানীর দিকে মনোযোগ সৃষ্টি হবে। তিনি বলেন, আর্থিক কুরবানী তারা করতে পারবে যারা বৃথা কার্যকলাপ এড়িয়ে চলবে। সবকিছুর মাঝে আন্তঃসম্পর্ক রয়েছে। তিনি বলেন, অর্থাৎ বৃথা কার্যকলাপ এড়িয়ে চলারই এক সহজাত ফলাফল হলো যাকাত প্রদান করা। তাই নামায বৃথা কার্যকলাপ এড়ানোর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে আর বৃথা কার্যকলাপ এড়িয়ে চলা আল্লাহ্র নির্দেশ পালনে সহায়ক হয়। এরপর নিজের সম্পদ অবৈধ উদ্দেশ্যে ব্যয়

করার পরিবর্তে খোদার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে খরচের দিকে মনোযোগ সৃষ্টি হয়। কাজেই তিনি এটি থেকে এই ফলাফল বা উপসংহার টেনেছেন যে, খোদার পথে ধনসম্পদ ব্যয় করা অনেক বাজে কাজ থেকে মানুষকে রক্ষা করে।

এরপর আল্লাহ্ তা'লা খেলাফতরূপী নেয়ামতে ধন্য লোকদের এ নসীহত করেছেন যে, তারা যেন আনুগত্যের মানকেও উন্নত করে। এক হাদীসে হযরত উবাদা (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.)-এর হাতে আমরা এই শর্তে বয়আত করেছি যে, আমরা শুনব এবং আনুগত্য করব, তা আমাদের পছন্দ হোক বা না হোক। আর যেখানেই আমরা থাকি না কেন, কোন বিষয়ের জন্য দায়ী ব্যক্তির সাথে বিতণ্ডায় লিপ্ত হব না, সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকব বা সত্য কথা বলব আর আল্লাহ্ তা'লার পথে কোন সমালোচনাকারীর সমালোচনাকে ভয় করব না।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, আল্লাহ্, তাঁর রসূল এবং শাসকের আনুগত্য কর। আনুগত্য এমন একটি বিষয়, যদি আন্তরিক সততা নিয়ে করা হয় তবে হৃদয়ে এক নূর আর অন্তরে এক আনন্দ ও জ্যোতি সৃষ্টি হয়। চেষ্টা-সাধনার ততটা প্রয়োজন নেই যতটা আনুগত্যের প্রয়োজন রয়েছে। অবশ্য শর্ত হলো সত্যিকার আনুগত্য করা আর এটি কঠিন বিষয়। আনুগত্য বা এতায়াত করতে গিয়ে প্রবৃত্তির কামনা বাসনার ওপর ছুরি চালনো আবশ্যক হয়ে যায়, এটি ছাড়া আনুগত্য বা এতায়াত সম্ভব নয়। প্রবৃত্তির কামনা বাসনা এমন এক বিষয় যা বড় বড় একত্ববাদীদের হৃদয়ে প্রতীমায় রূপ নিতে পারে।

এরপর তাঁর মান্যকারীদের জামা'ত রসূলের আনুগত্যের সেই দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে আর সেই জামা'তের দৃঢ়চিত্ততা ও অবিচলতা অসাধারণ নিদর্শনকেও এমনভাবে হার মানায় যে, যারা তাদেরকে দেখত তারা অবলীলায় তাদের কাছে এসে যেত। সাহাবীদের মত ঐক্য এবং অবস্থার প্রয়োজন এখনও রয়েছে, কেননা আল্লাহ্ তা'লা এ জামা'তকে, যা মসীহ্ মওউদের হাতে প্রস্তুত হচ্ছে বা গড়ে উঠছে, সেই জামা'তের সাথেই অন্তর্ভুক্ত করেছেন, যেই জামা'ত মহানবী (সা.) গড়েছিলেন। আর যেহেতু স্বভাবতই জামা'তের উন্নতি মানুষের উত্তম আদর্শের মাধ্যমে হয়ে থাকে, যারা সম্পূর্ণভাবে নিজেদের অবস্থাকে সেই শিক্ষাসম্মত করে আর আনুগত্যের ক্ষেত্রে উন্নত মান প্রদর্শন করে। আসলে মানুষের উত্তম আদর্শের মাধ্যমেই এটি হয়ে থাকে। তাই তোমরা যারা মসীহ্ মওউদের জামা'ত আখ্যায়ীত হয়ে সাহাবীদের জামা'তের সাথে মিলিত হওয়ার বাসনা রাখ, তারা নিজেদের মাঝে সাহাবীদের বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি কর। হুজুর (আই.) বলেন, যদি জামা'তের উন্নতি ধরে রাখতে হয়, খেলাফত ব্যবস্থা যদি স্থায়ী করতে হয় বা স্থায়ী রূপ দেওয়ার চেষ্টা করতে হয় তাহলে সেসব আদর্শকেও অবিচলতার সাথে জামা'তের মাঝে ধরে রাখতে হবে, কেবল তবেই সেই সব উন্নতি লাভ হবে, যা পূর্বে হয়েছে। আমাদেরকে নিজেদের ইবাদতের মানও উন্নত করতে হবে, নামাযেরও সুরক্ষা করতে হবে, প্রতিটি কথা এবং কর্মকে সকল প্রকার শির্ক থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করতে হবে, নিজেদের ধন-সম্পদও খোদার পথে ব্যয় করতে হবে আর খেলাফতের প্রতি বিশ্বস্ততা এবং আনুগত্যের মানও সব সময় ধরে রাখতে হবে। আনুগত্যের মানকে নিশ্চিত করতে হবে, কেবল তবেই আমরা খেলাফতরূপী নেয়ামত এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল ঐশী কল্যাণরাজী থেকে কল্যাণমণ্ডিত হতে পারব আর কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত খেলাফতের সাথে সম্পৃক্ত থাকতে পারব এবং আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে খেলাফতের সাথে সম্পৃ ক্ত রাখতে পারব। অতএব আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সেই নেয়ামত দিয়েছেন আর বিগত প্রায় ১১০ বছর ধরে আমরা আল্লাহ্ তা'লার এই অসাধারণ ফযল ও কৃপার দৃশ্য আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির পূর্ণতা দেখছি। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে, যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করেছেন, আল্লাহ্র নির্দেশাবলী সামনে রেখে খেলাফতের কল্যাণরাজি থেকে সব সময় আশিসমণ্ডিত এবং কল্যাণমণ্ডিত হওয়ার তৌফিক দান করুন।

গত সপ্তাহেও আমি দোয়ার তাহরীক করেছিলাম বিশেষ করে পাকিস্তানের জন্য, পুনরায় পাকিস্তানীদের বলছি, তাদের বিশেষভাবে দোয়ার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত। নিজেদের নামায, নফল এবং যিকরে এলাহী পূর্বের তুলনায় অধিকহারে বৃদ্ধি করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে সেই তৌফিক দান করুন। (আমীন)

Khulasa Khutba Jumma (Bangla) Huzoor Anwar (atba) 25th MAY 2018

BOOK POST (PRINTED MATTER)

To .....

.....

From: Ahmadiyya Muslim Mission Nalhati, Piranpara, Birbhum, 731243, W.B